দৈনিক সংবাদ

তারিখ 28 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ

৬শ' পরীক্ষার্থীর ফলাফল সাত মাসেও প্রকাশিত হয়নি

।। মানিক সাহা ।।

খুলনা, ২৭শে নভেম্বর।– খুলনা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রায় ৬শ' প্রশিক্ষণার্থীর চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল দীর্ঘ ৭ মাসেও প্রকাশিত হয়নি। কবে নাগাদ ফল প্রকাশিত হবে কর্তৃপক্ষ তাও বলতে পারছেন না। এর ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে চরম হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯২–৯৩ শিক্ষাবর্ষে খুলনা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে ৫শ' ৭৩ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। এ বছর এপ্রিল মাসে তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ফলাফল ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেছে। শুধুমাত্র খুলনা টিটি কলেজের ফল প্রকাশিত হয়নি।

একটি সূত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে, খুলনা টিটি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা ডঃ আয়েশা খাতুন কিছুসংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীর কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে পরীক্ষার ফলাফলের খাতায় প্রদত্ত নম্বরের পরিবর্তন করেন। এদের 'ফার্স্ট ক্লাস' দেয়ার জন্য এই নম্বর পাল্টানো হয় বলে সূত্র জানান।

এই নম্বর কেলেংকারি সহ অন্যান্য দুর্নীতির খবর জানাজানি হওয়ার পর অধ্যক্ষার বিরুদ্ধে ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীরা একযোগে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। আন্দোলনের মুখে অধ্যক্ষা ডঃ আয়শা খাতুনকে বদলি করা হয়।

জানা যায়, ইতিপূর্বে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত একটি তদন্ত কমিটি পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত এই কেলেংকারির প্রমাণ পেয়েছেন। এরপরই ফলাফল প্রকাশ স্থগিত করা হয়েছে।

কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থী অভিযোগ করেছেন, কিছুসংখ্যক ছাত্রের দুর্নীতির জন্য সমস্ত ছাত্রছাত্রীর ফলাফল স্থগিত করে কর্তৃপক্ষ অমানবিক আচরণ করছেন। যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হোক।

এদিকে সম্প্রতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। কিন্তু ফলাফল প্রকাশ না হওয়ায় খুলনা টিটি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করতে পারছেন না। অনেকের সরকারী চাকরির বয়সসীমা শেষ হয়ে যাচ্ছে যার ফলে আগামীতে তারা আর সরকারী স্কুলে চাকরি পাবেন না। এছাড়া যারা স্কুল থেকে ডেপুটেশনে পড়তে এসেছেন তারাও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

এ ব্যাপারে খুলনা টিটি কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা বলেছেন, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অবিলম্বে ফলাফল প্রকাশের জন্য অনেক প্রশিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনজানিয়েছেন।